তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬১৩

**স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় পর্যটনকে সম্পৃক্ত করতে দেশের ৬৪ জেলার সাথে**

**অনলাইন কর্মশালার আয়োজন করেছে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড**

ঢাকা, ১ শ্রাবণ (১৬ জুলাই) :

স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় পর্যটনকে সম্পৃক্তকরণ এবং বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড দেশের ৬৪ জেলার সাথে অনলাইন কর্মশালা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমের আওতায় দেশের প্রতিটি জেলার সাথে পর্যায়ক্রমে অনলাইন মিটিং অ্যাপ জুমের মাধ্যমে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে।

কর্মশালায় জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, পুলিশ সুপার, সিভিল সার্জন, গণপুর্তের নির্বাহী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পর্যটন বিষয়ক কমিটির সদস্যবৃন্দ, প্রেসক্লাবের প্রতিনিধি, সকল উপজেলা চেয়ারম্যান, সকল পৌরসভা চেয়ারম্যান, সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল সহকারী কমিশনার (ভূমি), বন বিভাগের কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক প্রতিনিধি, স্থানীয় ট্যুর অপারেটর, বাস মালিক সমিতির প্রতিনিধি, হোটেল-মোটেল ও রিসোর্ট মালিক সমিতির প্রতিনিধি, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, ট্রাভেল এজেন্টগণের প্রতিনিধি, চেম্বারস অভ্‌ কমার্সের প্রতিনিধি, শিল্পকলা একাডেমির প্রতিনিধি, অন্যান্য পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করবেন।

এ বিষয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় বাংলাদেশের পর্যটনের উন্নয়নের লক্ষ্যে যে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে তাতে সকল পর্যায়ের অংশীদারগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তৈরি বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের কার্যক্রম প্রান্তিক পর্যায়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার বিকল্প নেই।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, এ কর্মশালা সিরিজের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো পর্যটন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশীদারিত্ব বৃদ্ধিকরণ। এছাড়াও এই কর্মশালা আয়োজনের অন্যান্য লক্ষ্যগুলো হলো- বাংলাদেশের পর্যটক আকর্ষণীয় স্থানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা; নতুন পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান চিহ্নিতকরণ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; পর্যটন খাতে স্থানীয় পর্যায়ের বেসরকারি বিনিয়োগ উদ্ভূদ্ধকরণ; স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে পর্যটনকে অন্তর্ভুক্তিকরণ; কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে পর্যটন শিল্প পুনঃউদ্ধারের কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিতকরণ; হোটেল, মোটেল, রিসোর্ট, সাফারি পার্ক, আ্যামিউজমেন্ট পার্ক, পর্যটন কেন্দ্র ইত্যাদি পরিচালনার জন্য অনুসরণীয় Standard Operating Procedure (SOP) বিষয়ে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক ও পর্যটন কর্মীগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি।

#

তানভীর/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/২১২১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬১০

**দেশের বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী ও**

**পদচালিত হাত ধোয়া বেসিন বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ শ্রাবণ (১৬ জুলাই) :

আজ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সহায়তায় রোলার স্কেটিং ফেডারেশন কর্তৃক কোভিড-১৯ এর বিশেষ সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনেকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী ও পদচালিত হাত ধোয়া বেসিন বিতরণ করা হয়। জুম অ্যাপের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে এ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল।

উদ্বোধনী সভায় প্রতিমন্ত্রী বলেন,  করোনা পরিস্থিতির শুরু থেকেই যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং ফেডারেশনগুলো অসহায় দুস্থ ক্রীড়াবিদদের পাশে রয়েছে।  ইতিমধ্যে প্রায় এক হাজার ক্রীড়াবিদকে এক কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।  আর তিন কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। অচিরেই এ অর্থ তৃণমূল পর্যায়ের ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তাছাড়া ক্রীড়া সম্মানী ভাতা হিসেবে ১১৫০ ক্রীড়াবিদকে প্রতিমাসে ২ হাজার টাকা করে ২৪ হাজার টাকা প্রদান করা হবে। এছাড়াও আমরা ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠক ও ক্রীড়া সাংবাদিকদের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করেছি।  জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সহযোগিতায় রোলার স্কেটিং ফেডারেশন অন্যান্য ফেডারেশন,  ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সাংবাদিকদের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী ও পদচালিত হাত ধোয়া বেসিন বিতরণের যে  উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, এ মহতী উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।  আমি বিশ্বাস করি,  এ উদ্যোগ আমাদের ক্রীড়াবিদদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে এবং করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় অন্যান্য ফেডারেশনসমূহের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে।

রোলার স্কেটিং ফেডারেশনের সভাপতি আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ আকতার হোসেন,  জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মোঃ মাসুদ করিম,  বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের মহাসচিব মোঃ শাহেদ রেজা।  সভায়  বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ অংশগ্রহণ করেন।

#

আরিফ/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/২০৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৬০৯

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১ শ্রাবণ (১৬ জুলাই) :

          ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় ইতোমধ্যে ২ লাখ ১১ হাজার ১৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু খাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ১২২ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ২ হাজার ৭৩৩ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ৯৬ হাজার ৩২৩ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৯ জন-সহ এ পর্যন্ত ২ হাজার ৪৯৬ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ১২ হাজার ৮৮৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৬ হাজার ৯৬৩ জন।

          সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে।

#

তাসমীন/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/২০১৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬০৮

**বন্যাকবলিত এলাকায় ৪ হাজার ৮৫০ টন চাল বিতরণ করা হয়েছে  
 -- ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ শ্রাবণ (১৬ জুলাই) :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, বন্যাকবলিত এলাকায় ৪ হাজার ৮৫০ টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, বন্যা দুর্গত জেলাগুলোতে নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এক কোটি ৯১ লাখ টাকা। শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে ৩৫ হাজার ৮২২ প্যাকেট। শিশুখাদ্য কেনা বাবদ ২১ লাখ ও গো-খাদ্য কেনা বাবদ ২১ লাখ টাকা খরচ হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজত সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি বিষয়ে অনলাইনে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন। এ সময় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ সচিব মোঃ মোহসীন উপস্থিতি ছিলেন।

চলমান বন্যায় এ পর্যন্ত দেশের ১৮টি জেলা বিস্তৃত হয়েছে। পানিবন্দি ৪ লাখ ৮৭ হাজার ৩৭৬টি পরিবারের ২২ লাখ ৪৬ হাজার মানুষ  ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যায় জামালপুরে চারজন এবং লালমনিরহাট, সুনামগগঞ্জ, সিলেট ও টাঙ্গাইলে একজন করে মোট আটজন মারা গেছেন । মোট ৯২টি উপজেলা বন্যা আক্রান্ত হয়েছে, বন্যা আক্রান্ত ইউনিয়নের সংখ্যা ৫৩৫টি বলেও জানান এনামুর রহমান।

যতটা মনে করা হয়েছিল এই বন্যা ততটা দীর্ঘস্থায়ী হবে না আশাবাদ ব্যক্ত করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, এবারের বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হবে না বলে আশা করা হচ্ছে। কারণ নদ-নদীর পানি কমতে শুরু করেছে, যেসব নদীর পানি বাড়ছে সেগুলোর পানি আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কমতে শুরু করবে বলে পূর্বাভাস রয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের প্রতিবেদন তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ব্রহ্মপুত্র নদের পানি স্থিতিশীল রয়েছে। অপরদিকে যমুনা নদীর পানি বাড়ছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ব্রহ্মপুত্র নদের পানি কমতে শুরু করবে এবং যমুনা নদীর পানি স্থিতিশীল হবে। গঙ্গা-পদ্মা নদীর পানি বাড়ছে জানিয়ে এনামুর রহমান বলেন, আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত এই পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। কুশিয়ারা ছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আপার মেঘনার প্রধান নদীগুলোর পানি কমছে, যা আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় সিলেট, সুনামগঞ্জ ও কুড়িগ্রাম জেলার বন্যা পরিস্থিতি উন্নতি হতে পারে। অপরদিকে গাইবান্ধা, বগুড়া, জামালপুর, নাটোর ও নওগাঁ জেলার বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, রাজবাড়ী ও ঢাকার নিম্নাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতি অবনতি হতে পারে।

বেশি বন্যা আক্রান্ত ১২ জেলায় এক হাজার ৫৪৪টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে জানিয়ে ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, সেখানে ৩০ হাজার ৭০৫ জন মানুষ এবং ৫৬ হাজার ৩১টি গবাদিপশু আশ্রয় নিয়েছে। ৫৯৬টি মেডিকেল টিম গঠন করা হলেও এর মধ্যে ১৯৭টি টিম কাজ করছে। আশ্রয়কেন্দ্রে আনসার, গ্রাম পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক ও এনজিও প্রতিনিধিরা কাজ করছে ।

আশ্রয়কেন্দ্র খোলা ১২ জেলায় রান্না করা খাবার দেয়া হচ্ছে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, এই খাবার তৈরি ও বিতরণের কাজে সহায়তা করতে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের অনুরোধ জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, কোভিড-১৯ সংক্রমণের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে আশ্রয়কেন্দ্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সবাইকে মাস্ক ব্যবহারের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সব জেলায় ধান কাটা শেষ হওয়ায় বন্যায় ধানের ক্ষতি হয়নি । পাট, ডাল ও শাকসবজির ক্ষতি হয়েছে। আমন ধানের বীজতলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কৃষি মন্ত্রণালয় উঁচু জায়গায় আমনের বীজতলা করে কৃষকদের বিনামূল্যে তা সরবরাহ করবে।

#

সেলিম/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/২০১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬০৭

**দক্ষতা নিশ্চিত করতে ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করা হবে  
 -- শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ১ শ্রাবণ (১৬ জুলাই) :

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা, টেকনিক্যাল  শিক্ষা,  ইংলিশ মিডিয়াম, কওমি ও সাধারণ শিক্ষা ধারা-সহ ভিন্ন ভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। সাধারণ শিক্ষা আবার দুই ধারায় বিভক্ত। ইংলিশ ভার্সন ও বাংলা ভার্সন। শিক্ষার সব ধারাই কিছু আবশ্যিক দক্ষতা অর্জন করতে হয়।  কিন্তু অনেক সময় লক্ষ্য করা যাচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এই আবশ্যিক দক্ষতা অর্জিত হচ্ছে না।  সরকার আবশ্যিক দক্ষতা উন্নয়ন এবং সব ধারার  শিক্ষা ব্যবস্থায় দক্ষতা নিশ্চিত ও  যাচাইয়ের জন্য একটি ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করতে যাচ্ছে।

তিনি আজ বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস ২০২০ উপলক্ষে ড্যাফোডিল পরিবার ও এটুআই এর যৌথ আয়োজনে কোভিড-১৯ এবং তার পরবর্তী সময়ের প্রতিযোগিতামূলক চ্যালেঞ্জসমূহ ‘মোকাবিলায় আমরা কি প্রস্তুত’ শীর্ষক এক অনলাইন আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

ড্যাফোডিল পরিবারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ নুরুজ্জামান এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. মুনাজ আহমেদ নূর, এটুআই প্রকল্পের ফিউচার অভ্ ওয়ার্ক ল্যাবের প্রধান আসাদ উজ জামান, অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর মিস ফারাহ কবির, প্রথম আলোর ইউথ প্রোগ্রামের প্রধান মুনীর  হাসান প্রমুখ।

মন্ত্রী বলেন, আমরা শিক্ষার্থীর স্বপ্ন ও তার পড়াশোনার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য কাজ করছি। আমরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজাচ্ছি যার মাধ্যমে  প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার  জীবন ও জীবিকার স্বপ্ন পূরণে সক্ষম হবে। পাশাপাশি  রাষ্ট্রীয় স্বপ্নও অর্জিত হবে। আমরা গতানুগতিক শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি, টেকনিক্যাল ও  ভোকেশনাল শিক্ষার ওপরে খুব জোর দিচ্ছি। সবার জন্য অনার্স মাস্টার্স আর  পিএইচডি ডিগ্রির প্রয়োজন নেই।

#

খায়ের/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/২০০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬০৬

**কোরবানির পশুর হাটে ও কোরবানিকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার নিমিত্ত নির্দেশিকা**

ঢাকা, ১ শ্রাবণ (১৬ জুলাই) :

**হাট কমিটির জন্য নির্দেশনা :**

* হাট বসানোর জন্য পর্যাপ্ত খোলা জায়গা নির্বাচন করতে হবে। কোনো অবস্থায় বদ্ধ জায়গায় হাট বসানো যাবে না।
* হাট ইজারাদার কর্তৃক হাট বসানোর আগে মহামারি প্রতিরোধী সামগ্রী যেমন-মাস্ক, সাবান, জীবাণুমুক্তকরণ সামগ্রী ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। পরিষ্কার পানি সরবরাহ ও হাত ধোয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে তরল সাবান/সাধারণ সাবানের ব্যবস্থা রাখতে হবে। নিরাপদ বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
* পশুর হাটের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও হাট কমিটির সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। হাট কমিটির সকলের ব্যক্তিগত সুরক্ষা জোরদার করা এবং মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
* হাটের সাথে জড়িত সকল কর্মীদের স্বাস্থ্যবিধির নির্দেশনা দিতে হবে। জনস্বাস্থ্যের বিষয়গুলো যেমন মাস্ক এর সঠিক ব্যবহার, হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার, শারীরিক দূরত্ব, হাত ধোয়া, জীবাণুমুক্তকরণ বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি সমূহ সার্বক্ষণিক মাইকে প্রচার করতে হবে।
* মাস্ক ছাড়া কোনো ক্রেতা-বিক্রেতা হাটের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন না। হাট কর্তৃপক্ষ চাইলে বিনামূল্যে মাস্ক সরবরাহ করতে পারেন বা এর মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারেন।
* প্রতিটি হাটে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ডিজিটাল পর্দায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি প্রচার করতে হবে।
* পশুর হাটে প্রবেশের জন্য গেট (প্রবেশপথ ও বাহিরপথ) নির্দিষ্ট করতে হবে।
* পর্যাপ্ত পানি ও ব্লিচিং পাউডার দিয়ে পশুর বর্জ্য দ্রুত পরিষ্কার করতে হবে। কোথাও জলাবদ্ধতা তৈরি করা যাবে না।
* প্রতিটি হাটে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক এক বা একাধিক ভ্রাম্যমাণ স্বেচ্ছাসেবী মেডিকেল টিম গঠন করে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মেডিকেল টিমের নিকট শরীরের তাপমাত্রা মাপার জন্য ডিজিটাল থার্মোমিটার রাখা যেতে পারে, যাতে প্রয়োজনে হাটে আসা সন্দেহজনক করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিদের দ্রুত চিহ্নিত করা যায়। এছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে রোগীকে আলাদা করে রাখার জন্য প্রতিটি হাটে একটি আইসোলেশন ইউনিট (একটি আলাদা কক্ষ) রাখা যেতে পারে।
* একটি পশু থেকে আরেকটি পশু এমনভাবে রাখতে হবে যেন ক্রেতাগণ কমপক্ষে ৩ ফুট বা ২ হাত দুরত্ব বজায় রেখে পশু ক্রয় করতে পারেন।
* ভিড় এড়াতে মূল্য পরিশোধ ও হাসিল আদায় কাউন্টারের সংখ্যা বাড়াতে হবে।
* মূল্য পরিশোধের সময় সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়ানোর সময়কাল যেন কম হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। লাইন ৩ ফুট বা কমপক্ষে ২ হাত দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়াতে হবে। প্রয়োজনে রেখা টেনে বা গোল চিহ্ন দিয়ে দিতে হবে।
* সকল পশু একত্রে হাটে প্রবেশ না করিয়ে, হাটের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী পশু প্রবেশ করাতে হবে।
* প্রবেশের সুযোগ দিতে হবে। অবশিষ্ট ক্রেতাগণ হাটের বাহিরে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অপেক্ষা করবেন। একটি পশু ক্রয়ের জন্য ১ বা ২ জনের বেশি ক্রেতা হাটে প্রবেশ করবেন না।

পাতা-২

* অনলাইনে পশু কেনা-বেচার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা যেতে পারে।
* স্থানীয় প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সমন্বয় করে সকল কাজ নিশ্চিত করতে হবে।

**ক্রেতা-বিক্রেতাদের জন্য নির্দেশনা :**

* ক্রেতা-বিক্রেতা সকলকে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করতে হবে।
* সর্দি, কাশি, জ্বর বা শ্বাসকষ্ট নিয়ে কেউ হাটে প্রবেশ করবেন না।
* শিশু, বৃদ্ধ এবং অসুস্থরা হাটে আসতে পারবেন না।
* পশুর হাটে প্রবেশের পূর্বে ও বাহির হবার সময় তরল সাবান/সাধারণ সাবান এবং পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে।
* মূল্য প্রদান এবং হাটে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় কমপক্ষে ৩ ফুট বা দুই হাত দূরত্ব বজায় রেখে সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়াতে হবে।
* হাট কমিটি, স্থানীয় প্রশাসন, সিটি কর্পোরেশন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

**পশু কোরবানিকালীন নির্দেশনা :**

* পশু কোরবানির সময় প্রয়োজনের অধিক লোকজন একত্রিত হবেন না এবং কোরবানির মাংস সংগ্রহের জন্য একত্রে অধিক লোক চলাফেরা করতে পারবে না।
* পশুর চামড়া দ্রুত অপসারণ করতে হবে এবং কোরবানির নির্দিষ্ট স্থানটি ব্লিচিং পাউডারের দ্রবণ দিয়ে ভালোভাবে জীবানুমুক্ত করে নিতে হবে।

#

সাইফুল/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৯৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬০৫

**এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং বাস্তবায়নে আরো আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন**

**-- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ শ্রাবণ (১৬ জুলাই) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং (ইআরপি) বাস্তবায়নে আরো আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন। ইআরপি এমনভাবে করা দরকার যাতে সার্বিক অবস্থা সমন্বিত হয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য হাতের কাছে ড্যাশবোর্ডে পাওয়া যায়।

প্রতিমন্ত্রী আজ তাঁর বাসভবন থেকে ইআরপি সলিউশনের ওপর ভার্চুয়াল মিটিংয়ে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, প্রযুক্তির প্রয়োগ যত বাড়বে, কাজ তত সহজ হবে। দুর্নীতি কমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়বে। গ্রাহক সেবা নিশ্চিত হবে। ইআরপি বাস্তবায়নে দৃশ্যমান অগ্রগতি গ্রাহকদের সাথে আস্থার সম্পর্ক আরও দৃঢ় করবে।

**মাইক্রোসফট, কাম্পিউটার সার্ভিস, টেকনো হেভেন ও টেকভিশনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভাগ ইআরপি বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে এইচ আর (হিউম্যান রিসোর্স),ফিক্সড** অ্যাসেট**,** একাউন্টস এবং ফিন্যান্স সিস্টেম **সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে ডাটাবেজে সংযোজন করা হয়েছে।** প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, রিপোর্টিং, ভ্যারিয়েবল অ্যাসেট, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট ইনকর্পোরেট করা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

**বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী এ সময় আরও বলেন, বিদ্যুৎ খাত দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেবা খাত। ৯৭ ভাগ মানুষ এখন বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায়। এত বড় সেবা খাত সঠিকভাবে পরিচালনা করতে দ্রুত ডিজিটাল সেবা দিতে হবে। বিভাগের সব দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান ইআরপি-এর আওতায় খুব দ্রুত আসা প্রয়োজন । ইআরপি সিস্টেম চালু হলে কেন্দ্রীয় ভাবেই সব মনিটর করা যাবে। গ্রাহকের সেবার মানও বৃদ্ধি পাবে।**

ভার্চুয়াল এই সভায় এ সময় অন্যান্যের মাঝে বিদ্যুৎ সচিব ড. সুলতান আহমেদ, পিডিবির চেয়ারম্যান মোঃ বেলায়েত হোসেন, আরইবির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবঃ) ও পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

#

আসলাম/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                  নম্বর: ২৬০৪

**জনপ্রশাসনের থেমে থাকার সুযোগ নেই**

**-- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ শ্রাবণ (১৬ জুলাই) :

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেমে থাকার কোনো সুযোগ নেই।

আজ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা এবং বিভিন্ন অনুবিভাগের প্রধানদের সাথে ‘ভার্চুয়াল’ আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের সম্পৃক্ততা রয়েছে। মন্ত্রণালয়সমূহ অনেক কাজেই এই মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভর করে। তাছাড়া করোনার সময়ে কিছু ক্ষেত্রে সীমিত পরিসরে কাজ হলেও আমাদেরকে অধিক সর্তকতা ও গতিশীলতার সাথে কাজ করতে হয়েছে। এই সংকটকালে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হয়েছে। জনপ্রশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গতিশীল মন্ত্রণালয়, তাই এই মন্ত্রণালয়ের থেমে থাকার কোনো সুযোগ নেই।

তিনি আরো বলেন, করোনা পরিস্থিতির মধ্যে আমরা নিজেদেরকে ‘ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম’ এর সাথে অভ্যস্ত করতে পেরেছি। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবায়ন হয়েছে, ফলে আমরা এই সংকটকালে অনেক নিরাপদে থেকে কাজ করে যেতে পারছি। তিনি বাংলাদেশকে এই সক্ষমতার জায়গায় আনতে পেরেছিলেন বলেই আজ আমরা প্রতিকূলতার মাঝেও আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পেরেছি। সারা বিশ্ব যখন একটি বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তখন আমরা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রেখে অত্যন্ত সাবলীলভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

প্রতিমন্ত্রী ভবিষ্যতে জনগণকে আরো দ্রুত ও কার্যকরভাবে সেবা প্রদানের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় অর্থবহভাবে ও সক্রিয়তার সাথে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার আহ্বান জানান।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব শেখ ইউসুফ হারুনের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের রেক্টর, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমির রেক্টর, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অভ্ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) এর মহাপরিচালক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পরিবহন কমিশনার, সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের পরিচালক, মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগের প্রধানগণ-সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

#

শিবলী/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৮৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                  নম্বর: ২৬০৩

**বাসসের পরিচালনা বোর্ড গঠন, অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক চেয়ারম্যান**

ঢাকা, ১ শ্রাবণ (১৬ জুলাই) :

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিককে চেয়ারম্যান করে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) ১৩ সদস্যের পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়েছে। বুধবার তথ্য মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে।

পরিচালনা বোর্ডের অন্য সদস্যরা হলেন- তথ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (প্রেস), অর্থ বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন করে প্রতিনিধি, তথ্য অধিদফতরের প্রধান তথ্য অফিসার, বাসসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক, দৈনিক জনকণ্ঠের সম্পাদক আতিকউল্লাহ খান মাসুদ, দৈনিক সংবাদের সম্পাদক আলতামাশ কবির, চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদীর সম্পাদক এম এ মালেক, ৭১ মিডিয়া লিমিটেডের (৭১ টিভি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোজাম্মেল হক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আইসিটি বিষয়ে দক্ষতাসম্পন্ন যুগ্ম সচিব পমর্যাদার একজন প্রতিনিধি ও বাসসের সিটি এডিটর মধুসূদন মন্ডল।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, 'সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা আইন, ২০১৮ এর ৭ ও ৮ ধারা অনুযায়ী ৩ বছর মেয়াদে এ বোর্ড গঠন করা হলো। পরিচালনা বোর্ড বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা আইন, ২০১৮ এর ৬ ধারার বিধান অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবে। এই আদেশ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ থেকে কার্যকর হবে।'

#

আকরাম/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৮৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                  নম্বর: ২৬০২

**শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করে এই দিন গণতন্ত্রকেই বন্দি করা হয়েছিল**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ শ্রাবণ (১৬ জুলাই) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, ‘২০০৭ সালের এই দিনে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করার মধ্যদিয়ে প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রকেই বন্দি করা হয়েছিল। সে কারণে ১৬ জুলাই শুধু জননেত্রী শেখ হাসিনার কারাবন্দি দিবস নয়, গণতন্ত্রেরও বন্দি দিবস।’

আজ সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে শেখ হাসিনার কারাবন্দি দিবস উপলক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে একথা বলেন তথ্যমন্ত্রী।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘গণতন্ত্রের মানসকন্যা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অগ্নিবীণা, যার ধমনিতে বঙ্গবন্ধুর রক্তস্রোতে প্রবহমান, যার কন্ঠে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয় এবং সংকটে-সংগ্রামে যিনি অবিচল-অনির্বাণ, আমাদের প্রিয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে এইদিনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নানা অনিয়মের প্রতিবাদ করায়। পিতার অপরাধে নাবালিকা কন্যাকে গ্রেফতার, স্বামীর অপরাধে অসুস্থ স্ত্রীকে গ্রেফতার - তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এ ধরণের কাজগুলোর যখন কেউ প্রতিবাদ করছিল না, আমাদের আপোষহীন জননেত্রী শেখ হাসিনা সেদিন প্রতিবাদ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে কণ্ঠরোধ করার জন্য, গণতন্ত্রকে বন্দি করার জন্যই সেদিন জননেত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।’

কিন্তু সেদিন যারা ক্ষমতায় ছিল, তারা অনুভব করতে বাধ্য হয়েছে যে, মুক্ত শেখ হাসিনার চেয়েও বন্দি শেখ হাসিনা অনেক বেশি শক্তিশালী বর্ণনা করে ড. হাছান বলেন, ‘আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের মানুষ সেদিন প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে এবং সেই প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মুখে শেখ হাসিনাকে মুক্তি দিতে তারা বাধ্য হয়েছিল, শেখ হাসিনার মুক্তিলাভের মাধ্যমে গণতন্ত্র মুক্তি পেয়েছিল। বাংলাদেশের মানুষ ধস নামানো বিজয়ের মধ্য দিয়ে  ২০০৮ সালে ডিসেম্বরে শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসিয়েছিল।’

মন্ত্রী বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনা গত সাড়ে ১১ বছর ধরে বাংলাদেশকে সফলভাবে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ তার নেতৃত্বে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে, খাদ্য ঘাটতির দেশ থেকে খাদ্যে উদ্বৃত্তের দেশে রূপান্তরিত হয়েছে, দারিদ্র্য ৪১ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে নেমে এসেছে। তাঁর নেতৃত্বে গত সাড়ে ১১ বছরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যোগ করলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পৃথিবীতে সর্বোচ্চ। বাংলাদেশ এবং বাঙ্গালি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পৃথিবীর সামনে মর্যাদার আসনে আসীন হয়েছে।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আজকে যখন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অদম্য গতিতে এগিয়ে চলছে, তাঁর এ নেতৃত্বের জন্য বিশ্বব্যাংক , জাতিসংঘ, পৃথিবীর বরেণ্য নেতৃবৃন্দ যখন প্রশংসা করে, তখনও এক-এগারোর কুশীলবরা ষড়যন্ত্রের অপচেষ্টায় লিপ্ত। যখনই দেশে কোনো বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি হয়, আমরা দেখতে পাই তারা দেশে-বিদেশে সক্রিয় হয়, আবার ছোবল মারার অপচেষ্টা চালায়। তাদের গতিবিধির ওপর সরকারের নজর আছে সেইসাথে আমাদের দলীয় নেতাকর্মী থেকে শুরু করে যারা গণতন্ত্রের অব্যাহত অভিযাত্রায় বিশ্বাস করে, তাদের সবাইকে এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানাই।

পাতা-২

এই করোনা সংকটের মধ্যে মানুষকে স্বাস্থ্যসুরক্ষা দিয়ে, জনমানুষের জন্য সাহায্যের হাত প্রসারিত করে, অর্থনীতিকে এই সংকটের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য আমাদের জিডিপি’র ৩ দশমিক ৬ শতাংশ প্রণোদনা ঘোষণা করে জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন এবং যে নেতৃত্বের প্রশংসায় আজকে ওয়ার্ল্ড ইকোনিক ফোরাম, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, পৃথিবীর বরেণ্য নাম করা বহুল প্রচারিত পত্রিকাগুলো যখন পঞ্চমুখ, তখন শেখ হাসিনাকে আজকের এই দিনে আমি অভিবাদন জানাই, বলেন ড. হাছান মাহ্‌মুদ। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা আজ শুধু গণতন্ত্রের মানসকন্যা এবং গণতন্ত্রের মুক্তির প্রতীকই নন, শেখ হাসিনা আজ উন্নয়ন অগ্রগতির প্রতীক, তাঁকে লাল সালাম।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে বিএনপি-জামাতের নেতৃত্বাধীন সরকার ছিল, তাদের সীমাহীন দুর্নীতি, দূঃশাসন, একইসাথে জঙ্গিবাদের উত্থানের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ একটি সন্ত্রাসের জনপদে পরিণত হয়েছিল। তারা বাংলা ভাই, শায়খ আব্দুর রহমান সৃষ্টি করেছিল। বাংলাদেশের মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছিল। সেদিন বিএনপি-জামাত জোটের পৃষ্টপোষকতায় আদালতে ও পথচারীদের ওপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল। একইসাথে হাওয়া ভবন তৈরি করে সমান্তরাল সরকার পরিচালনা করে এবং সমস্ত ব্যবসায় টোল বসিয়ে চাঁদাবাজিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে এবং খোয়াব ভবন তৈরি করে সেখানে আমোদ-ফুর্তির ব্যবস্থা করে দেশে একটি অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছিল। জনগণ স্বভাবতই আশা করেছিল তাদের বিদায়ের পর যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কিন্তু আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখতে পেলাম, যারা দুর্নীতি-দুঃশাসনের মাধ্যমে দেশকে নরকে রূপান্তরিত করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে বন্দি করা হয়েছিল।’

এ সময় সরকারি কর্মচারীরা রিজেন্ট ও জেকেজি’র ভুয়া সার্টিফিকেট নিয়ে থাকলে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হবে কি না -এমন প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, অসৎ উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের কাছ থেকে কেউ যদি ভুয়া সার্টিফিকেট নিয়ে থাকে বলে তদন্তে বেরিয়ে আসে, তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, ভুয়া সার্টিফিকেটধারীদের কখনো সরকার প্রণোদনা দেবে না।

তারেক জিয়াকে ফিরিয়ে আনা হবে কি না -এ প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘তারেক জিয়া শাস্তিপ্রাপ্ত আসামি। তার একটি মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। আরেকটি মামলায় ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দেশের সাথে যেহেতু আমাদের বন্দিবিনিময় চুক্তি নেই, সেজন্য আলোপ আলোচনা চলছে। আমি মনেকরি সে যদি রাজনীতিবিদ হয় তারই উচিত ছিল আদালতের কাছে আত্মসমর্পণ করা।  সত্যিকারের রাজনীতিবিদ কখনো আইন-আদালতকে ভয় পায় না। সত্যিকারের রাজনীতিবিদ নয় বিধায় তারা আর কখনো রাজনীতি করবে না বলে মুচলেকা দিয়ে দেশ থেকে চলে গিয়েছিল।

#

আকরাম/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৮২৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬০১

**বাউলা ইউনিয়ন পরিষদের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ শ্রাবণ (১৬ জুলাই) :

গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আজ ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলাধীন বাউলা ইউনিয়ন পরিষদের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনকালে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ইউনিয়ন পরিষদ তৃণমূল পর্যায়ে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের শক্তিশালী মাধ্যম। বাউলা ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নবনির্মিত ভবন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্যবর্গ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করবে। তাতে কাজের গতি এবং মান দুটোই বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

#

রেজাউল/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৯১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                  নম্বর: ২৬০০

**চলতি অর্থবছরে ৪৮ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা**

ঢাকা, ১ শ্রাবণ (১৬ জুলাই) :

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্‌শি জানিয়েছেন, চলতি অর্থবছরে মোট রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে পণ্য রপ্তানি খাতে ৪১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সেবা রপ্তানি খাতে সাত বিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে পণ্য রপ্তানি খাতে ২১ দশমিক ৭৫ ভাগ এবং সেবা রপ্তানিতে নয় দশমিক ৪৬ ভাগ। গত অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি অর্থ বছরের ৬ মাস পর বিশ্বঅর্থনীতি এবং আমাদের রপ্তানির গতিচিত্র পর্যালোচনা ও বিশ্লেশণ করে আজ ঘোষিত ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের লক্ষ্যমাত্রা পুননির্ধারণ করা হবে।

বাণিজ্যমন্ত্রী আজ অনলাইনে ২০২০-২১ অর্থবছরের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা উপলক্ষে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংএ এ তথ্য জানান।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বিশ্ববাণিজ্যে কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাবে সে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। বিশ্ব বাণিজ্যের সাম্প্রতিক গতিধারা, দেশীয় এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিতে কোভিড-১৯ এর প্রভাব প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত লক্ষাধিক কোটি টাকার আর্থিক প্রণোদনা, সম্ভাবনাময় নতুন পণ্য ও সেবা খাতের বিকাশ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের টাস্কফোর্সের পর্যালোচনা মোতাবেক গৃহীত স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী পদক্ষেপসহ গতবছরের রপ্তানি খাতে অর্জিত প্রবৃদ্ধির গতিধারা পর্যালোচনা করে এ রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, বিশ্ববানিজ্যে কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাবের ফলে বিগত মার্চ, এপ্রিল এবং মে মাসে পণ্য খাতের রপ্তানি আয় হ্রাস পেয়েছে, তবে জুন মাস থেকে তা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। আশা করা যায়, সঠিক নীতি অনুসরন এবং সময়মত তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা গেলে রপ্তানির গতি বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, এ বছর কোরবাণীর চামড়ার উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করার জন্য সরকার সবকিছু করবে। বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে এবং বিগত দিনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। চামড়া সংগ্রহের জন্য এবার কোন অর্থ সংকট থাকবে না। প্রয়োজনে সরকার কাঁচা চামড়া রপ্তানির বিষয়টিও মাথায় রেখেছে। গত বছরের মতো পরিস্থিতি কোন অবস্থাতে হতে দেয়া হবে না। কয়েকদিনের মধ্যে টেনারী মালিকগণ চামড়ার ক্রয় মূল্য আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করবেন। আমরা আশাবাদী এ বছর কোরবাণীর চামড়ার ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বাণিজ্যসচিব ড. মো. জাফর উদ্দিন এর সঞ্চালনায় এ প্রেস ব্রিফিংএ বক্তব্য রাখেন- প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি খাত উন্নয়ন বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, সংসদ সদস্য শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন, এফবিসিসিআই এর প্রেসিডেন্ট শেখ ফজলে ফাহিম, বিজিএমই এর প্রেসিডেন্ট ড. রুবানা হক, এফবিসিসিআই-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. সিদ্দিকুর রহমান, বেসিস এর সভাপতি আলমাস কবীর, চামড়াজাত পন্য রপ্তানিকারক সমিতির প্রেসিডেন্ট মো. সাইফুল ইসলাম এবং বিকেএমই-এর প্রথম সহসভাপতি মো. হাতেম।

#

 বকসী/পরীক্ষিৎ/শামীম/২০২০/১৬২৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৯৯

**স্থানীয়ভাবে কৃষিযন্ত্রপাতি তৈরিতে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে**

**-কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ শ্রাবণ (১৬ জুলাই) :

স্থানীয়ভাবে কৃষিযন্ত্রপাতি তৈরিতে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে জানিয়েকৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, কৃষিকাজে লাভবান হতে হলে কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ করতে হবে। যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমাতে হবে। স্বল্প সময়ে স্বল্প জমিতে অধিক ফসল ফলাতে হবে। একই সাথে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের অপচয় রোধ করতে হবে। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়েই সরকার কৃষির যান্ত্রিকীকরণে সম্প্রতি তিন হাজার ২০ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করেছে। ফলে কৃষিক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আসবে। এদেশের কৃষি উন্নত দেশের কৃষির মতো আধুনিক যন্ত্রনির্ভর হবে। কৃষিতে বহুমুখী ফসল উৎপাদন হবে। কৃষিপণ্য রপ্তানির মাধ্যমে কৃষক ও দেশ লাভবান হবে।

কৃষিমন্ত্রী বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরির প্রতিনিধিদলের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন কৃষিসচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান। এসময় মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সংস্থার ঊর্ধ্বতন কৃষি প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে কৃষিযন্ত্রপাতি তৈরিতে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরিকে এগিয়ে আসতে পারে। এদেশের উপযোগী কৃষিযন্ত্রপাতি তৈরি করতে পারবে এবং বিদেশ থেকে আনা যন্ত্রপাতিকেও এদেশের উপযোগী করতে পারবে। তাতে কৃষকেরা যেমন কম দামে কৃষিযন্ত্রপাতি পাবে, তেমনি অন্যদিকে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ও বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে।

উল্লেখ্য, কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রায় তিন হাজার ২০ কোটি টাকার ‘কৃষি যান্ত্রিকীকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৫২ হাজার কৃষিযন্ত্রপাতি কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হবে। এসব যন্ত্রপাতির মধ্যে কম্বাইন হারভেস্টার, রিপার, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, সিডার, পাওয়ার থ্রেসার, মেইজ শেলার, ড্রায়ার, পাওয়ার স্প্রেয়ার, পটেটো ডিগার প্রভৃতি রয়েছে। এসব যন্ত্রপাতি কিভাবে স্থানীয়ভাবে তৈরি করা বা সংযোজন করা যায় তা নিয়ে এ সভায় বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরির সাথে আলোচনা হয়েছে। এসময় বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরিতে তাদের সক্ষমতা তুলে ধরে।

কৃষিমন্ত্রী আরো বলেন, সরকারের এখন মূল লক্ষ্য হলো টেকসই কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষিকে অধিক লাভজনক, আধুনিকীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ করা। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও কৃষির বহুমুখীকরণের মাধ্যমেই তা করা সম্ভব।

#

কামরুল/পরীক্ষিৎ/শামীম/২০২০/১৫৩৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                               নম্বর: ২৫৯৮

**২১ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ**

ঢাকা, ১ শ্রাবণ (১৬ জুলাই) :

মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও ‘মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি করি, সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ি’ এই শ্লোগানকে সামনে রেখে আগামী ২১ জুলাই থেকে ২৭ জুলাই পর্যন্ত দেশব্যাপী উদ্যাপন হতে যাচ্ছে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০। ২২ জুলাই সকাল সাড়ে দশটায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন লেকে মাছের পোনা অবমুক্তকরণের মাধ্যমে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ - এর শুভ উদ্বোধন করবেন।

  এ উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ও জেলা-উপজেলা কর্মসূচি চূড়ান্ত করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়নে গঠন করা হয়েছে জেলা, পার্বত্য জেলা ও উপজেলা কমিটি।

  কেন্দ্রীয় কর্মসূচির প্রথম দিন ব্যানার, ফেস্টুনসহ ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ সড়কদ্বীপ সজ্জিত করা হবে। একইদিনে ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় শহরে বিভিন্ন ট্রাফিক সিগন্যাল ও দর্শনীয় স্থানে অবস্থিত ডিজিটাল ডিসপ্লেতে মৎস্য খাতে বাংলাদেশ সরকারের অবদান এবং অর্জন স্ক্রল ও টিভিসি আকারে প্রচার করা হবে। দ্বিতীয় দিনে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হবে। কর্মসূচির তৃতীয় দিনে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বঙ্গভবন লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করবেন। একইদিনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পুকুর ও লেকে, ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশন ও ইডেন কলেজ পুকুরে এবং সাভারস্থ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হবে। এদিন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বিনামূল্যে ছোট মাছ ও বিপন্ন মাছ সংরক্ষণে হ্যাচারি মালিক ও উদ্যোক্তাদের মাঝে জার্ম-প্লাজম বিতরণ করা হবে।

পঞ্চম দিনে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী জাতীয় সংসদ ভবনের লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করবেন। একইদিনে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে মৎস্য খাতে বর্তমান সরকারের বিশেষ সাফল্যের তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হবে। কর্মসূচির ষষ্ঠদিনে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস যথাক্রমে উত্তরার সাংগাম লেকে ও ধানমন্ডি লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করবেন। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির সপ্তম ও সমাপনী দিনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তর ও বিভাগীয় মৎস্য কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করে মৎস্য সপ্তাহের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

  এছাড়া জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের জেলা-উপজেলা কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে মাইকিং, ব্যানার, ফেস্টুনের মাধ্যমে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা, মৎস্যখাতে বর্তমান সরকারের অগ্রগতি ও সাফল্য বিষয়ে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী, মাছে ক্ষতিকর রাসায়নিক প্রয়োগ বিরোধী অভিযান, মৎস্য আইন বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, মৎস্য চাষীদের মৎস্য চাষ বিষয়ে নিবিড় পরামর্শ প্রদান, চাষীদের মাঝে মৎস্যচাষের উপকরণ বিতরণসহ নানা কর্মসূচি।

#

ইফতেখার/পরীক্ষিৎ/কুতুব/২০২০/১৫২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৯৭

**শ্রমিকদের বেতন বোনাস ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে পরিশোধের আহ্বান শ্রম প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১ শ্রাবণ (১৬ জুলাই) :

সকল সেক্টরের শ্রমিকদের পবিত্র ঈদুল আয্হার বোনাস এবং চলতি মাসের বেতন আগামী ২৫ জুলাই এর মধ্যে পরিশোধ করতে মালিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান।

গতকাল বিকেলে রাজধানীর বিজয়নগরে শ্রম ভবনে শ্রমিক কর্মচারী -কর্মচারী ঐক্য পরিষদ -স্কপ এর নেতৃবৃন্দের সাথে বর্তমান শ্রম পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকে সভাপতির বক্তৃতায় তিনি এ আহ্বান জানান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনা সংকটের কারণে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ বেশি অসুবিধায় আছেন। অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে এবং উৎপাদন স্বাভাবিক রাখতে কোন শ্রমিককে ছাঁটাই না করতে মালিকদের পরামর্শ দেন তিনি।

পাটকলের শ্রমিকদের গোল্ডেন হ্যান্ডশেক প্রক্রিয়ায় অবসায়নের বিষয়ে সরকারের নেয়া সিদ্ধান্ত পূণর্বিবেচনার দাবীর প্রেক্ষিতে শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রীয় পাটশিল্পের উন্নয়নের জন্যই সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতার কন্যা কখনো চান না কোন শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্থ হন। পাটকল শ্রমিকদের কল্যাণ এবং এ শিল্পের উন্নয়নের কথা ভেবেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। অবসায়নের পর মিলগুলি সরকারি নিয়ন্ত্রণে পিপিপি বা যৌথ উদ্যোগ অথবা জি টু জি কিংবা লীজ মডেলে পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া হবে। নতুন মডেলে পুন:চালুকৃত মিলে অবসায়নকৃত বর্তমান শ্রমিকেরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজের সুযোগ পাবে। একই সাথে এসব মিলে নতুন কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হবে।

করোনা পরিস্থিতিতে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় আমরা এ দুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে পারবো। বৈঠকের শুরুতে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন।

সভায় মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আব্দুস সালাম, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক শিবনাথ রায়, শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক একেএম মিজানুর রহমান, জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি সহিদুল্লাহ চৌধুরী, বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন এর সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট দেলোয়ার হোসেন খান, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি মো. আনোয়ার হোসেন, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট এর সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল, জাতীয় শ্রমিক জোট সভাপতি সাইফুদ্দিন বাদশাসহ বিভিন্ন শ্রমিক ফেডারেশন এর নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন।

#

আকতার/পরীক্ষিৎ/শামীম/২০২০/১৩৩৯ ঘণ্টা

Handout Number: 2596

**Bangladeshis did not go to Italy with fake COVID19 certificates**

Dhaka, 16 July :

Attention of the Ministry of Foreign Affairs has been drawn to the news published by some newspapers and broadcast by some news channels regarding detection of Coronavirus among some Bangladeshi expatriates in Italy. The Ministry of Foreign Affairs would like to flag that the around 1,600 Bangladeshis who went to Italy recently did not carry fake COVID19 negative certificates. Some of these passengers on their own carried COVID19 negative certificates just in case they required those subsequently. The Italian Government has not yet put any condition to carry COVID19 negative certificates for travelling to Italy.

Unfortunately, some Bangladeshis who travelled to Italy in the recent days did not follow the mandatory quarantine rule, and probably a few of them might have spread the virus in the community. In the last one week, out of 5,000 tests, 65 Bangladeshis resident in the Lazzio region of Italy have been detected with COVID19. The Government of Italy has decided to conduct COVID19 tests for all Bangladeshis (around 30,000) living in the Lazzio region, in coordination with the Embassy of Bangladesh in Rome.

Regarding the ban on flights from Bangladesh to Italy, it may please be noted that flights from Bangladesh, along with 12 other countries, have been suspended by the Italian authorities till 31 July 2020.

Tohidul/Parikshit/Shamim/2020/1210 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৯৫

**বাংলাদেশ-মাল্টা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারকরণের অঙ্গীকার**

ভ্যালেটা, মাল্টা ১৬ জুলাই :

বাংলাদেশ এবং মাল্টা তাদের দু'দেশের মধ্যকার সম্পর্ক সংসদীয় পর্যায়ের সহযোগিতাসহ নানাক্ষেত্রে বৃদ্ধি করতে সক্ষম। আজ মাল্টার রাজধানী ভ্যালেটায় জাতীয় সংসদ ভবনে মাল্টায় নিযুক্ত বাংলাদেশের অনাবাসী হাইকমিশনার মোঃ জসীম উদ্দিন সেদেশের সংসদের স্পিকার ডক্টর এঞ্জেলো ফারুজিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে স্পিকার এ কথা বলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অসামান্য ভূমিকার কথা উল্লেখ করে স্পিকার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রশংসা করেন। ডক্টর ফারুজিয়া আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের সংসদীয় নেতৃত্বের প্রশংসনীয় ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন।

এর আগে হাইকমিশনার মোঃ জসীম উদ্দিন মাল্টার স্বরাষ্ট্র ও জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রী ডক্টর বায়রন ক্যামেলিয়ারীর সাথে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে হাইকমিশনার মোঃ জসীম উদ্দিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর ক্যামেলিয়ারীর কাছে বাংলাদেশি দক্ষ ও অধদক্ষ শ্রমিক ও পেশাজীবীদের জন্য মাল্টার ভিসা সহজীকরণের অনুরোধ জানান। জবাবে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশিদের পরিশ্রম ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার কথা উল্লেখ করেন মাল্টার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বাংলাদেশি শ্রমিকদের মাল্টায় কর্মসংস্থান ও ভিসা প্রক্রিয়াকরণে অগ্রাধিকার প্রদানের আশ্বাস দেন। তাদের বৈঠকে অভিবাসন ব্যবস্থাপনার বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয়।

একই দিনে হাইকমিশনার মোঃ জসীম উদ্দিন মাল্টার ইমিগ্রেশন বিষয়ক সংস্থা আইডেন্টিটি মালটার প্রধান নির্বাহী এনটন সিভাসতা- এর সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকে মাল্টায় বাংলাদেশি কর্মীদের নিয়োগ সহজতর করার লক্ষ্যে ভিসাসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। হাইকমিশনার বাংলাদেশে আটকে পড়া মালটা প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভিসার মেয়াদ সংক্রান্ত জটিলতার বিষয়েও আলোচনা করেন।

#

পরীক্ষিৎ/শামীম/২০২০/১৩৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৯৪

**মাল্টার পররাষ্ট্র সচিবের সাথে বাংলাদেশ হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ**

মাল্টা, ১৬ জুলাই) :

মাল্টায় নিযুক্ত বাংলাদেশের অনাবাসী হাইকমিশনার মো জসীম উদ্দিন আজ সকালে সে দেশের পররাষ্ট্র দপ্তরে পররাষ্ট্রসচিব ক্রিস্টোফার কুটাজারের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। ঘণ্টাব্যাপী এ বৈঠকে বাংলাদেশ ও মালটার মধ্যকার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় বাংলাদেশের হাইকমিশনার নবনিযুক্ত পররাষ্ট্র সচিবকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন কর্তৃক প্রেরিত শুভেচ্ছাবার্তা হস্তান্তর করেন।

হাইকমিশনার মোঃ জসিম উদ্দিন ২০১৯ সালে মাল্টায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঐতিহাসিক দ্বিপাক্ষিক সফরের কথা উল্লেখ করে বলেন, সেই সফরের মধ্য দিয়ে দু'দেশের মধ্যকার সম্পর্ক গতিময়তা লাভ করে। তিনি আরো উল্লেখ করেন, সফরকালে অর্থনৈতিক কূটনীতি প্রাধান্য পায়, যার ফলে দু'দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ হাইকমিশনার কোভিড পরবর্তী অনুকূল পরিস্থিতিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সফর অনুষ্ঠানের বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এছাড়া তিনি দুদেশের পররাষ্ট্র সচিবের মধ্যে আলাপ-আলোচনার জন্য স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আওতায় পররাষ্ট্রসচিব পর্যায়ের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য মালটার পররাষ্ট্র সচিবকে অনুরোধ জানান। হাইকমিশনার ব্যবসায়ীদের মধ্যে অচিরেই আলোচনা শুরুর বিষয় গুরুত্ব আরোপ করেন।

বৈঠককালে পররাষ্ট্র সচিব ও হাইকমিশনার কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দু'দেশের সরকারের প্রচেষ্টা ও সুদূরপ্রসারি অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা করেন। মাল্টার পররাষ্ট্র সচিব কোভিড সংক্রমণ মোকাবিলায় তাদের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির ওপর আলোকপাত করে এই ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ভবিষ্যতেও সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, পর্যটন শিল্পের ওপর নির্ভরশীল মালটার জন্য এই সতর্কতা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মালটা সফরের ফলে সৃষ্ট গতিময়তা সম্পর্কে একমত প্রকাশ করে ক্রিস্টোফার কুটাজার বাংলাদেশের সাথে একযোগে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সুবিধাজনক সময়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠানের আশাবাদ ব্যক্ত করে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে মালটা ও বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রাথমিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন।

মালটায় বসবাসরত প্রবাসীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়, নিরাপদ অভিবাসন, রোহিঙ্গা সমস্যা ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দু'দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। বৈঠকে বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সিলর মোহাম্মদ খালেদ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক কর্মকর্তা সিলিয়া নরবার্ট উপস্থিত ছিলেন।

#

পরীক্ষিৎ/শামীম/২০২০/১২৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৯৩

**বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করলেন নেদারল্যান্ডের রাজা**

**হেগ,** নেদারল্যান্ড (১৬ জুলাই) **:**

নেদারল্যান্ডে নবনিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মু: রিয়াজ হামিদুল্লাহ আজ সকালে রাজা উইলেম আলেক্সান্ডার-এর নিকট পরিচয়পত্র পেশ করেন।

পরিচয়পত্র প্রদান অনুষ্ঠানে নেদারল্যান্ডসের রাজা উইলেম-আলেকজান্ডার এবং রাষ্ট্রদূত রিয়াজ দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা করেন। রাজা উইলেম-আলেকজান্ডার প্রায় তিনদশক আগে তাঁর বাংলাদেশ সফরের কথা স্মরণ করে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং একদশকের বেশি সময় ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রশংসা করেন।

তিনি বলেন, উভয় বদ্বীপ দেশ তাদের মধ্যকার সাধারণ ইস্যুগুলোসহ জলবায়ু পরিবর্তন, নারী, টেকসই উৎপাদন, প্রযুক্তি, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে অধিকতর সহযোগিতামূলক অবস্থান গ্রহণ করতে পারে।

রাষ্ট্রদূত হামিদুল্লাহ স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় ডাচ সরকারের অব্যাহত সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান। করোনা দুর্যোগকালে সময়ে ডাচ সরকারের উদ্যোগ ও তৈরিপোশাক খাতে অব্যাহত সরবরাহ ও সাহায্যের জন্যও তিনি ধন্যবাদ জানান। ডাচ উদ্যোক্তাদের কৃষি, প্রযুক্তি, জ্বালানি, পানিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিদ্যমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ সুবিধাদির বিষয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রাজার নিকট উপস্থাপন করেন রাষ্ট্রদূত।

বাংলাদেশ এবং নেদারল্যান্ডস-এর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য প্রায় এক দশমিক পাঁচ বিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে নেদারল্যান্ডসে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রায় এক দশমিক দুই বিলিয়ন ডলার।

পরিচয়পত্র প্রদান অনুষ্ঠানে নেদারল্যান্ডসের রাজার সাথে ডাচ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি জেনারেল (পররাষ্ট্রসচিব) এবং রাজপ্রাসাদের গ্র্যান্ডমাস্টার উপস্থিত ছিলেন।

#

পরীক্ষিৎ/শামীম/২০২০/১২৪৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৯২

**করোনা পরিস্থিতিতে ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত**

ঢাকা, ১ শ্রাবণ (১৬ জুলাই) :

করোনা পরিস্থিতিতে সৃষ্ট দুর্যোগে সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত রেখেছে সরকার। এ পর্যন্ত সারাদেশে প্রায় পৌনে দুই কোটি পরিবারকে ত্রাণ সহায়তা দেয়া হয়েছে।

৬৪ জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৫ জুলাই পর্যন্ত সারাদেশে চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে দুই লাখ ১৪ হাজার ৯৩৯ মেট্রিক টন এবং বিতরণ করা হয়েছে এক লাখ ৯৮ হাজার ৪৫১ মেট্রিক টন। এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা এক কোটি ৭০ লাখ ২৮ হাজার ৬৮২ এবং উপকারভোগী লোকসংখ্যা সাত কোটি ৪১ লাখ ৪ হাজার ১৪৪ জন।

নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে প্রায় ১২৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে সাধারণ ত্রাণ হিসেবে নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৯৮ কোটি ৫৮ লাখ ২৮ হাজার টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে ৯৫ কোটি ৪ লাখ ৫৪ হাজার টাকা। উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা এক কোটি এক লাখ ৮৮ হাজার ৬০৭ এবং উপকারভোগী লোক সংখ্যা চার কোটি ৪৭ লাখ ১ হাজার ৭৭০।

শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২৭ কোটি ২৩ লাখ টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ২৬ কোটি ৪২ লাখ টাকা। এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা আট লাখ ৭২ হাজার ২০২ এবং উপকারভোগী লোকসংখ্যা ১৮ লাখ ৫৬ হাজার ২৬৬।

#

সেলিম/পরীক্ষিৎ/শামীম/২০২০/১১.১৬ ঘণ্টা